বিনয় ঘোষ

বিপ্লব ও বুদ্ধিজীবী

বুদ্ধিজীবীরা কতদূর পর্যন্ত বিপ্লবী হতে পারেন, বই পড়ে অথবা চিন্তা করে অথবা প্রকৃত লাঞ্ছিত-শোষিতদের গণবিপ্লবের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে, ফ্যানন ও মার্ক্যুসের বক্তব্য প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের বিভিন্ন প্রবন্ধে সেকথা বলেছি, বিশেষ করে 'বিপ্লব মহানগর মধ্যবিত্ত এবং মার্কসবাদ' অধ্যায়টিতে (১৪২-১৭৪ পৃষ্ঠা : অধ্যায়ের নামটি অবশ্য পৃষ্ঠাশীর্ষে 'বিপ্লব মহানগর মধ্যবিত্ত মার্কসীয় চিন্তাধারা' ছাপা হয়েছে)। 'সংস্কারবাদ' (Revisionism) প্রসঙ্গেও দু'চার কথা বলেছি (১৬২ পৃষ্ঠার পাদটীকা), যদিও তার ইতিহাস আলোচনা করিনি, কারণ 'Revisionism' এই গ্রন্থের কোনো বিষয় প্রসঙ্গেই আমার প্রধান আলোচ্য নয়। তবু এবিষয়ে অতিসংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলব, বিশেষ করে সংস্কারবাদের উৎপত্তি প্রসঙ্গে। বিচ্ছিন্নতাবোধ বা alienation সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সম্ভব হল না কারণ তার জন্য পৃথক একটি বই লেখা যেতে পারে। তবে এবিষয়ে ইদানীং,গত কয়েক বছরের মধ্যে, মার্কসবাদী ও সাধারণ পাঠকরা সেগুলি পড়তে পারেন। ফ্যানন ও মার্ক্যুসের 'বৈপ্লবিক' চিন্তাধারা সম্বন্ধে আরও দু'চার কথা এখানে বলব, অবশ্য খুবই সংক্ষেপে।

শোধনবাদ (Revisionism) :

'রিভিসানিজম' বা শোধনবাদের উৎস সন্ধান করতে হলে এঙ্গেলস্-এর একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক রচনার কথা উল্লেখ করতে হয়। একথা শুনে অনেকেই বিস্মিত হবেন এবং হয়ত প্রশ্ন করবেন, তাহলে এঙ্গেলস্কেই কি শোধনবাদের 'গুরু' বলতে হবে? যদিও এঙ্গেলস্ সহযোগী ছিলেন মার্কস-এর এবং তাঁর পাণ্ডিত্য ও বিপ্লবচেতনা, ইতিহাসচেতনা তো বটেই, অসাধারণ, তাহলেও ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে তাঁকে শোধনবাদের গুরু বললে ভুল হয় না।

মার্কস-এর *The Class Struggle in France* গ্রন্থের 'প্রথম পুনরমুদ্রণ' হয় ১৯৮৫ সালের মার্চ মাসে, এঙ্গেলস্-এর মৃত্যুর মাত্র কয়েক মাস আগে। এই সংস্করণের জন্য একটি 'ভূমিকা' লেখেন এঙ্গেলস্ এবং এই ভূমিকাটি শোধনবাদের উৎপত্তির ইতিহাসের দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিকাতেও এঙ্গেলস্ বলেন যে ১৮৪৮ সালের বিপ্লবের সময় মার্কস এবং তিনি একটি বড়রকমের ভুল করেছিলেন। সেই ভুলটি হল, তাঁরা ভেবেছিলেন যে ইয়োরোপের সামাজিক অবস্থা বিপ্লবের অনুকূল। কিন্তু তাঁরা তদানীন্তন ইয়োরোপের সামাজিক অবস্থার যথাযথ বিশ্লেষণ করতে পারেন নি। ভূমিকাতে এঙ্গেলস্ একথাও লেখেন যে ইতিহাসে অতীতে যত বিপ্লব হয়েছে সেগুলি মূলত 'minority revolutions' এবং 'all ruling classes up to now have been only small minorities in relation to the ruled mass of the people.' কিন্তু ইতিহাস আজ প্রমাণ করেছে যে 'conscious minorities' যেভাবে বিশাল 'unconscious masses'-এর নেতা হয়ে 'বিপ্লব' করেছে আধুনিক যুগে 'প্রলেটারিয়ান বিপ্লব' সেভাবে সম্ভব নয়। এঙ্গেলস বলেন, 'the mode of struggle of 1848 is today obsolete in every respect' এবং পুরাতন সংগ্রাম-পদ্ধতির পরিবর্তন

প্রয়োজন। তার জন্য বিপুল সংখ্যায় জনসাধারণকে বৈপ্লবিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে হবে। তা যদি করতে হয় তা হলে তাদের এ বিষয়ে সচেতন করার একটা দায়িত্ব থাকে এবং তার জন্য ধৈর্য ধরে 'long presistent work is required.'

দীর্ঘকাল ধৈর্য ধরে এই কাজ কিভাবে করা যেতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরে এঙ্গেলস্ তাঁর ভূমিকায় লিখেছেন যে 'slow propaganda work and parliamentary activity' হল সেই কর্মনীতি। এই কর্মনীতি শুধু জার্মানির নয়, ফ্রান্স ও ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের পার্টির প্রধান নীতি হিসেবে গ্রহণ করা কর্তব্য। জার্মানির 'সোশ্যাল ডেমক্রাটিক পার্টি' এই নীতি অনুসরণ করে অন্যান্য পার্টির পদপ্রদর্শকের কাজ করেছে। তারপর এঙ্গেলস 'ভোট' (vote) সম্বন্ধে লিখেছেন : 'The two million voters whom it (জার্মানি) sends to the ballot box, together with the young men and women who stand behind them as non-voters, form the most numerous, most compact mass, the decisive "shock force" of the international proletarian army.' যদি এই সংসদীয় পন্থা অনুসরণ করা যায় তা হল, এঙ্গেলস লিখেছেন, 'by the end of the century (উনিশ শতক) we shall conquer the greater part of the middle strata of soceity, petty bourgeois and small peasants, and grow into the decisive power in the land, before which all other power will have to bow, whether they like it or not.' এই 'ভোট' পূর্বে প্রতারণার কৌশল মাত্র ছিল, কিন্তু জার্মানির শ্রমিকশ্রেণী তাকে 'means of deception' থেকে একটি শক্তিশালী 'instrument of emancipation'-এ পরিণত করেছে।

অবশেষে এঙ্গেলস বৈধ ও অবৈধ সংগ্রাম, প্রকাশ্য ও গোপন সংগ্রাম সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন,[১]

> The irony of world history turns everything upside down. We the 'revolutionists' the 'overthrowers', we are thriving far better on legal methods than on illegal methods and overthrow. They cry despairingly... legality is the death for us; whereas we, under this legality get firm muscles and rosy cheeks and look like life eternal.

এঙ্গেলস-এর এই ঐতিহাসিক 'ভূমিকা' ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত হয়। 'ঐতিহাসিক' এইজন্য বলছি যে এই ভূমিকা থেকে শোধনবাদের প্রবক্তা বার্নস্টাইন (Bernstein) কাউটস্কি (Kautsky) এঁরা মার্কসবাদকে শোধন ও সংস্কার করার প্রত্যক্ষ প্রেরণা পান। ভূমিকাটি প্রকাশিত হবার কয়েক মাসের মধ্যে যদি এঙ্গেলস মারা না যেতেন এবং বার্নস্টাইন-এর উপর তাঁর লেখার প্রতিক্রিয়া তিনি লক্ষ্য করতেন, তাহলে কি হত, তিনি তাঁর নিজের বক্তব্য বাস্তব অবস্থাগতিকে পরিবর্তন করতেন কিনা, এসব নিয়ে জল্পনাকল্পনা করা অর্থহীন। আসলে যা ঘটেছে সেইটাই বিচার্য। এঙ্গেলস-এর মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই বার্নস্টাইন *Die Neue Zeit* পত্রিকায়

---

১. এঙ্গেলস লিখিত 'ভূমিকা'র উদ্ধৃতিগুলি (ইংরেজি) এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত :
Marx and Engels, *Selected Works* (one volume), London 1968, pp. 651-68.

ধারাবাহিকভাবে সমাজতন্ত্রের সমস্যা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। এই প্রবন্ধগুলি কিছুটা সংশোধন করে তিনি ১৮৯৯ সালে *The Premises of Socialism and the Tasks of Social Democracy* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন (ইংরেজি বইয়ের নাম *Evolutionary Socialism)*। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে ১৮৮৩ সাল থেকে এঙ্গেলস-এর ধারণা হয় যে বার্নস্টাইন ও কাউটস্কি মার্কসবাদী চিন্তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হবেন এবং এই চিন্তার বশবর্তী হয়ে তিনি, ১৮৯৫ সালে মৃত্যুর আগে, বার্নস্টাইনকে মার্কস ও তাঁর নিজের 'literary legacy'-র 'executor' করে যান। তার ফলে বার্নস্টাইন-এর পক্ষে নব্যমার্কসীয় চিন্তাধারার, অর্থাৎ শোধনবাদের, প্রবর্তক হওয়া খুবই সহজ হয়। কাজেই শোধনবাদ বা Revisionism-এর বয়স, আজ থেকে সাত-আট বছর পরে (১৯৮৪-৮৫ সালে), একশো বছর পূর্ণ হবে। এই একশো বছরের মধ্যে পৃথিবীর প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দেশ, এবং মার্কস-এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী লেনিনের দেশ সোভিয়েট ইউনিয়নকেও শোধনবাদ গ্রাস করে ফেলেছে, পৃথিবীর অন্যান্য আরো অনেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টিকেও করেছে।[২]

বিচ্ছিন্নতাবোধ (Alienation) :

বিচ্ছিন্নতাবোধ সম্বন্ধে একজন সমাজবিজ্ঞানী, গভীর তত্ত্বকথার মধ্যে না গিয়ে, সংক্ষেপে সহজকথায় যা বলেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করছি।[৩] পাঠকদের কাছে এই উক্তি সহজবোধ্য হবে :

> People 'involved' with and subjugated by social machines tend to have a sense of *personal* disassociation from human groups and their society. They tend to feel disaffiliated and apart. In brief, they have a sense of alienation.
>
> People in modern industrial societies have rapidly become detached from nature, from their old gods, from the technology that has transformed their environment and now threatens to destroy it. We and its product are no longer meaningful or fulfilling. In the social machines of a technocratic society, people are alienated and are adrift in a world that has little meaning for them and over which they exercise limited power. They become strangers to themselves and to others.

মার্ক্যুসে/ফ্যানন

মার্ক্যুসে ও ফ্যাননের 'বৈপ্লবিক তত্ত্ব' সম্বন্ধে Jack Woddis তাঁর New Theories of Revolution গ্রন্থে আলোচনা করেছেন (পরিশিষ্ট ১৯৭৪ দ্রষ্টব্য)। মার্ক্যুসের সঙ্গে মার্কসীয়

---

২. শোধনবাদ সম্বন্ধে সুন্দর আলোচনা করেছেন Lucio Colletti, তাঁর *From Rousseau to Lenin : Studies in Idelogy and Society* গ্রন্থে (New Left Books, London 1972); 'Bernstein and the Marxism of the Second International' অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৪৫-১০৮, দ্রষ্টব্য)।

৩. Lewis Yablonsky : *Robopaths : People as Machines (Pelican 1973)*, পৃষ্ঠা ৭৭।

চিন্তাধারার পার্থক্য প্রসঙ্গে অন্যান্য যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের কথাও আগে উল্লেখ করেছি। Lucio Colletti মার্ক্যুসে সম্বন্ধে বলেছেন : [৪]

> The consequence of Marcuse's argument is an indiscriminate indictment of science and technology, or, to use Marcuse's expression, of 'industrial society'... The book (One-Dimensionel Man) is brilliant, it contains a series of minute and honest observations. But when the substance is examined, it is easy to see that it not an indictment of capital, but of technology... Taken to its extreme, Marcuse's approach leads to the cult of primitivism and barbarism which the abstract spiritualism of the bourgeois intellectual so easily turns into. His perspective...is one of Luddism...

মার্ক্যুসের এই চমকপ্রদ 'লাডাইট' চিন্তার ফাঁদে অনেক সময় মার্কসবাদীরাও অজানতে আটকে পড়েন। লেখক নিজেও যে তাই পড়েছেন মধ্যে মধ্যে, এই বইয়ের একাধিক লেখা পড়তে পড়তে পাঠকদের তা মনে হবে।